# জন লকের জ্ঞানতত্ত্বে কান্টীয় বৈশ্লেষিকতা-সংশ্লেষিকতার ধারণা

কাজী এ এস এম নুরুল হুদা*

**Abstract:** British philosopher John Locke provides a definition of knowledge at the beginning of the fourth part of his famous book, *An Essay Concerning Human Understanding*. According to this definition, knowledge is the perception of agreement or disagreement between ideas. In this part, he mentions three types of knowledge according to degree: intuitive, demonstrative, and sensitive. Furthermore, propositions are divided into two classes based on idea-containment: trifling and instructive. On the basis of conformity to archetypes, he identifies two other types of propositions, namely chimerical and real. The primary objective of this article is to provide a description of such key issues in Locke's epistemology, which will serve as the basis for discussing the Kantian framework of the analytic-synthetic distinction underlying his epistemology. Through this discussion, it is possible to demonstrate, contra Lex Newman, that there is an aspect of Locke's epistemology equivalent to the Kantian synthetic proposition. As Brian Chance puts it more specifically, Locke can be regarded as a philosopher who believes that knowledge can be both analytic and synthetic. Trifling propositions are primarily analytic, but propositions that are both instructive and real are synthetic. This interpretation renders Lockean demonstrative and sensitive knowledge as synthetic. The above argument constitutes the main contribution of the present essay to the debate among Locke scholars regarding the analytic-synthetic proposition in the context of Locke's epistemology.

## ভূমিকা

ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) *এন এসে কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং*[১] (Locke 1997)-এর চতুর্থ অংশে জ্ঞানের একটি অভিজ্ঞতাবাদী বিবরণ প্রদান করেন। এর শুরুতেই তিনি জ্ঞানের এমন একটি সংজ্ঞার্থ দেন, যার উপর জ্ঞান সম্পর্কিত পরবর্তী আলোচনা নির্ভরশীল। বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, লকের জ্ঞানতত্ত্বের মূল বিষয়সমূহের এমন একটি বর্ণনা উপস্থাপন করা, যার ভিত্তিতে তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে অন্তর্নিহিত বিশ্লেষক-সংশ্লেষক বচনের মধ্যকার পার্থক্য বোঝা সম্ভব।

আলোচনার সুবিধার জন্য বর্তমান প্রবন্ধকে লক প্রদত্ত জ্ঞানের স্বীকৃত সংজ্ঞার্থ (official definition), জ্ঞানের মাত্রা, জ্ঞানের প্রকারভেদ, মানবজ্ঞানের পরিধি, এবং বচনের প্রকারভেদের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। লকের *এসে* গ্রন্থের আলোকে এ পাঁচ অনুচ্ছেদে প্রবন্ধের মূল লক্ষ্যসাধনে জ্ঞান সম্পর্কিত দরকারি পাঁচটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। "কান্টীয় বৈশ্লেষিকতা-

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংশ্লেষিকতার ধারণা এবং লকের জ্ঞানতত্ত্ব" শীর্ষক ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)-এর বিশ্লেষক-সংশ্লেষক পার্থক্য নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করে প্রবন্ধের মূল আলোচনায় মনোনিবেশ করা হয়েছে। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, লেক্স নিউম্যানের বিপরীতে এটি দেখানো যে, লকের জ্ঞানতত্ত্বে এমন একটি বচন রয়েছে যা কান্টীয় সংশ্লেষক অবধারণের (synthetic judgment) সমতুল্য, বিশ্লেষক অবধারণের (analytic judgment) নয়। এ অনুচ্ছেদের আলোচনাই লকের জ্ঞানতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষক-সংশ্লেষক বচন সংক্রান্ত লক বিশেষজ্ঞদের মধ্যকার বিতর্কে বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান অবদান। "নিউম্যান বনাম চান্স বিতর্ক এবং শিক্ষামূলক বচনের সংশ্লেষিকতা" শিরোনামের শেষ অনুচ্ছেদে, পূর্বের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যুক্তির জন্য কীভাবে নিউম্যানের অবস্থান বিপদ ডেকে আনতে পারে তা উল্লেখ করে ব্রায়ান চান্স নামক দর্শনের এক ইতিহাসবেত্তার যুক্তির সহায়তা নেয়া হয়েছে। নিউম্যানের দৃষ্টিভঙ্গির বিপক্ষে দেয়া তাঁর যুক্তি বর্তমান প্রবন্ধকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে একটি প্রাসঙ্গিক কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের আওতায় পড়ে না এমন একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রবন্ধের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

প্রবন্ধের এ পর্যায়ে লক প্রদত্ত জ্ঞানের স্বীকৃত সংজ্ঞার্থ নিয়ে আলোচনা শুরু করার পূর্বে, এটি স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে, লকের জ্ঞানের ধারণাটি কান্টের বিশ্লেষক-সংশ্লেষক অবধারণ কাঠামোর সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ না-ও হতে পারে, এবং না হতে পারাই স্বাভাবিক। লকের জ্ঞানতত্ত্ব কান্টের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বের, এবং তাঁরা দুটি স্বতন্ত্র দার্শনিক ঐতিহ্যের ধারক বলে তাঁদের জিজ্ঞাসা জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে অনেক ভিন্ন। সুতরাং, এটি খুবই স্বাভাবিক যে, তাঁরা তাঁদের আলোচনায় ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করবেন, যার কারণে তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোও ভিন্নতর হবে। এ বিষয়টি মেনে নিয়েই পৃথিবী নামক এ গ্রহে একশত বছরের ব্যবধানে অবস্থান করা দর্শনের ইতিহাসের দু'জন পথিকৃৎ দার্শনিকের দুটি ভিন্ন কাঠামোর তুলনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে যে, লকিয় জ্ঞানতত্ত্বে কান্টিয় সংশ্লেষক অবধারণের উপস্থিতির নজির পাওয়া যায়।

**লক প্রদত্ত জ্ঞানের স্বীকৃত সংজ্ঞার্থ**

লকের *এসে* চার অংশে বিভক্ত। শেষ অংশে তিনি তাঁর জ্ঞানের অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। লকের মতে, জ্ঞান হচ্ছে ধারণাবলির মধ্যকার মিল বা অমিলের প্রত্যক্ষণ। তিনি যেমনটি বলেন, "জ্ঞানকে আমাদের ধারণাবলির মধ্যকার মিল বা অমিল এবং অসঙ্গতির সম্পর্কের প্রত্যক্ষণ ব্যতিরেকে অন্যকিছু আমার কাছে মনে হয় না" (E IV.i.2)।[২] সুতরাং, লকের নিকট জ্ঞান জগতের নিজ সম্পর্কিত নয়। বরং এটি ধারণাসমূহের মধ্যে বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ সংযোগ সম্পর্কিত বলে প্রতীয়মান হয়।[৩]

আমরা যদি লকের জ্ঞানের সংজ্ঞার্থকে ভাসাভাসাভাবে দেখি, তাহলে তাঁর জ্ঞানতত্ত্বকে জ্ঞান সম্পর্কিত একটি নিরেট (unadulterated) আত্মগত বিবরণ মনে হবে, যা দিনশেষে আত্মকেন্দ্রিকতাবাদের (solipsism) কাতারে পড়ে। কিন্তু তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে এ ধারণা ভুল বলে প্রতীয়মান হবে। কারণ *এসে* গ্রন্থে লকের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা গঠিত ধারণাবলি বাহ্যজগত সম্পর্কে কিছু জানার জন্য যথেষ্ট কি-না তা নির্ণয় করা।

লকের মতে, জন্মের সময় মন *ট্যাবুলা রাসা*[৪] বা সাদা কাগজের মতো থাকলেও অভিজ্ঞতার ফলে এটি ধীরে ধীরে বাহ্যজগতের সাথে পরিচিত হয় (E II.i.2)। দুই ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়: সংবেদন এবং অন্তর্দর্শন। জ্ঞান সৃষ্টির এ প্রক্রিয়ায়, সংবেদন অন্তর্দর্শনের পূর্বগামী। কারণ আমরা অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহকে তখনই প্রত্যক্ষণ করতে পারি, যখন আমাদের মনকে বাহ্যিক বস্তুর সংবেদন দ্বারা প্রত্যক্ষণ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ আমরা বহির্জগতের স্বরূপ সম্পর্কে

প্রত্যক্ষ্যভাবে জানতে পারি না। বরং আমরা মনের ধারণাবলির সাহায্যে এটি সম্পর্কে পরোক্ষভাবে জেনে থাকি (E II.i.2-5)।

> জ্ঞানের লকীয় সংজ্ঞার্থকে তিনটি শিরোনামে আলোচনা করা যেতে পারে:
>
> ক) প্রত্যক্ষণের আলোচনা, যার মধ্যে জ্ঞান কীভাবে অর্জিত হয় বা মিল-অমিল বোঝার উপায় বা জ্ঞানের মাত্রা নিয়ে আলোচনা জড়িত;
>
> খ) মিল বা অমিলের আলোচনা, যার সাথে জ্ঞানের বিষয়বস্তু বা জ্ঞানের ধরণ সম্পর্কিত আলোচনা জড়িত; এবং
>
> গ) ধারণার আলোচনা, যা লক ইতিমধ্যে তাঁর *এসের* পূর্ববর্তী অংশসমূহে আলোচনা করেছেন। তাই আমি এ অংশটি এখানে আলোচনা করব না।

**জ্ঞানের মাত্রা**

লকের মতে, জ্ঞানের তিনটি মাত্রা রয়েছে। এগুলো বিভিন্ন মাত্রার নিশ্চিয়তা প্রদান করে। এ ত্রিবিধ মাত্রার জ্ঞান যেভাবে লাভ করা যায় তার উপর ভিত্তি করে এদেরকে পরস্পর হতে আলাদা করা হয়। এগুলো হলো সজ্জামূলক জ্ঞান (intuitive knowledge), প্রমাণমূলক জ্ঞান (demonstrative knowledge) এবং সংবেদনমূলক জ্ঞান (sensitive knowledge)। এগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

**সজ্জামূলক জ্ঞান:** এ জ্ঞান সবচেয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান। কারণ দুটি ধারণার মধ্যে মিল বা অমিলের যে সম্পর্ক তা এ জ্ঞানে সরাসরি এবং তাৎক্ষণিকভাবে – তথা তৃতীয় কোনো মাধ্যমের সাহায্য ব্যতিরেকে – উৎপন্ন হয়। এখানে মূল বিষয় হলো কোনো বচন বোঝামাত্রই এটি সত্য বলে আমরা বুঝতে পারি। কোনো বস্তু অন্য কোনো বস্তুর সাথে অভিন্ন কিনা, সমগ্রটি তার কোনো অংশের চেয়ে বড় কিনা, আমাদের অস্তিত্ব আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে সজ্জার কারণে আমরা অব্যবহিতভাবে কোনো প্রমাণ বা বাইরের সাহায্য ছাড়াই সচেতন হয়ে উঠি বা জ্ঞান লাভ করি। যেমন, "সাদা কালো নয়," "বৃত্ত ত্রিভুজ নয়," "পাঁচ ছয়ের চেয়ে ছোট," "দুই এবং তিন মিলে পাঁচ হয়।" লকের মতে, সজ্জার উপর সকল জ্ঞানের নিশ্চয়তা এবং প্রমাণ নির্ভর করে (E IV.ii.1)। অর্থাৎ সজ্জা অন্য দুই ধরনের জ্ঞানের মাত্রার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করে (Newman 2007, 322)।

**প্রমাণমূলক জ্ঞান:** এ জ্ঞান সজ্জামূলক জ্ঞান হতে কম নিশ্চয়তা প্রদান করে। কারণ এ জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি ধারণার মধ্যে মিল বা অমিলের যে সম্পর্ক তার প্রত্যক্ষণ কিছু মধ্যবর্তী ধারণার (intervening ideas) মাধ্যমে পরোক্ষভাবে লাভ করা যায়। যদি আমি আমার পূর্বের সজ্জা থেকে *ক* হতে *খ* বৃহত্তর এবং *খ* হতে *গ* বৃহত্তর বলে জানি, তাহলে মধ্যবর্তী প্রমাণের (intervening proof) মাধ্যমে আমি এখন জানতে পারি যে, *ক* হতে *গ* বৃহত্তর। এখানে *ক*, *খ*, এবং *গ* এর মধ্যে *খ* হলো মধ্যবর্তী ধারণা, যা *ক* এবং *গ* এর সম্পর্ক নির্ধারণে প্রমাণ হিসাবে কাজ করে (E IV.ii.3)। জ্যামিতিক প্রমাণ হলো প্রমাণমূলক জ্ঞানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এখানে, একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। লকের প্রমাণমূলক জ্ঞান অবরোহ যুক্তি এবং এরিস্টটলের সহানুমান থেকে ভিন্ন। নিউম্যানের (Newman 2007, 325-26) মতে, অবরোহ যুক্তি সম্পর্কিত সমসাময়িক ধারণা এবং লকের প্রমাণমূলক জ্ঞানকে এক করে দেখা ঠিক হবে না। লকের প্রমাণমূলক জ্ঞানের ধারণা মূলত জ্ঞানগত (epistemic), যুক্তিসংক্রান্ত (logical) নয়। অর্থাৎ জ্ঞান বিদ্যমান

থাকলেই শুধুমাত্র প্রমাণমূলক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়। বিদ্যমান জ্ঞানকে প্রমাণ দ্বারা একবারে নস্যাৎ করতে না পারলে সম্ভাব্য জ্ঞান অর্জিত হয়, প্রমাণমূলক নয়। বস্তুত, লকের প্রমাণমূলক জ্ঞানের ধারণা মিথ্যা আশ্রয়বাক্য হতে অনুসৃত এমন কোনো উপসংহারকে সমর্থন দেয় না। অন্যদিকে, সমসাময়িক ধারণা অনুযায়ী, অবরোহ যুক্তি জ্ঞানগত নয়, বরং যুক্তিসংক্রান্ত। অর্থাৎ যে মাপকাঠির ভিত্তিতে একটি যুক্তিকে অবরোহ হিসাবে গণনা করা হয়, তার সাথে এটি সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে কিনা তার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ অবরোহ যুক্তিকাঠামো মেনে মিথ্যা আশ্রয়বাক্য হতে সত্য উপসংহারে পৌছান সম্ভব। এ প্রসঙ্গে লক যে প্রমাণমূলক জ্ঞান থেকে এরিস্টটলের সহানুমানকে আলাদা মনে করেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে (Newman 2007, 326)। এরিস্টটলের সহানুমান জ্ঞান অর্জনের জন্য দরকারি যুক্তি-বিচারের জন্য একমাত্র উপায় নয়; সেরা উপায়ও নয় (E IV.xvii.4)। অবরোহ যুক্তির মতো, সহানুমানও জ্ঞানগত নয়। লকের মতে, জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠিন হলো প্রমাণ বা মাধ্যম বা মধ্যবর্তী ধারণাবলি খুঁজে বের করা, যার মাধ্যমে নতুন সত্য জানা যায় (E IV.xii.14)। লক বলেন, "মানুষ প্রথমে জানে এবং তারপর সে সহানুমানিকভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। তাই সেই সহানুমান জ্ঞানের পরে আসে, এবং তারপর এটিকে মানুষের সামান্য বা কোনো প্রয়োজন নেই" (E IV.xvii.6)।

**সংবেদনমূলক জ্ঞান:** যদিও সজ্ঞা এবং প্রমাণ সাধারণ বা সার্বজনীন বচনের সাথে সম্পর্কিত, তবে বিশেষ অস্তিত্ব দ্বারা ঘটিত ইন্দ্রিয়গত ধারণাবলি সম্পর্কিত আরেক ধরণের জ্ঞান রয়েছে যা বিশেষ বচন গঠন করে। এটিই সংবেদনমূলক জ্ঞান। জানার এ তিনটি উপায়ের মধ্যে এটি সবচেয়ে কম নিশ্চয়তা প্রদান করে (E IV.ii.14)। এটি সম্ভাব্য জ্ঞান। এটি সমস্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। আমাদের যে-কোনো কিছুর অতীত অভিজ্ঞতা আমাদেরকে সম্ভাব্য ভবিষ্যত জ্ঞান গঠনের পথ দেখায়। সংবেদনমূলক জ্ঞানের জন্য "দ্বৈত জ্ঞানজ (cognitive) সম্পর্ক" প্রয়োজন: ক) ধারণাবলির মধ্যে একটি প্রত্যক্ষিত মিল বা অমিল, এবং খ) একটি বাহ্যিক কারণের সাথে এ ধারণাবলির যে-কোনো একটির কার্যকারণ সম্পর্ক (Newman 2007, 325)।

**জ্ঞানের প্রকারভেদ**

লকের মতে, ধারণার মিল ও অমিলের সম্পর্ক চার ধরণের হতে পারে: অভিন্নতা বা ভিন্নতা, সম্বন্ধ, সহাবস্থান বা অনিবার্য সম্পর্ক এবং বাস্তব অস্তিত্ব। এগুলোর ভিত্তিতে চারটি স্বতন্ত্র ধরণের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। নিচে এগুলোর উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

**অভিন্নতা বা ভিন্নতা:** ধারণাবলিকে সরাসরি তুলনা করে মনের এমন কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত বলে অভিন্নতা বা ভিন্নতার জ্ঞান স্বজ্ঞামূলক। অভিন্নতা বা ভিন্নতার জ্ঞানের কারণে আমরা জানতে পারি যে, সাদা কালো নয় বা যা বর্গাকার তা গোলাকার নয় (E IV.i.4)।

**সম্বন্ধ:** এ শ্রেণির জ্ঞানের মধ্যে গণিত এবং নৈতিকতা অন্তর্ভুক্ত (E IV.iii.18)। ধারণাবলির মধ্যকার সংযোগ আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বলে সম্বন্ধের জ্ঞান প্রমাণমূলক। এটি "আমাদের জ্ঞানের বৃহত্তম ক্ষেত্র" (E IV.iii.18), যা "লক একটি সর্বব্যাপী বিভাগ (catchall category) হিসাবে বিবেচনা করেন বলে দেখা যাচ্ছে" (Newman 2007, 328)।

**সহাবস্থান বা অনিবার্য সম্পর্ক:** সহাবস্থানের জ্ঞান দ্রব্যের অন্তর্গত (E IV.i.6)। অর্থাৎ এটি একই বস্তুর কিছু গুণের সহাবস্থানের প্রত্যক্ষণ নিয়ে গঠিত। যদিও এ (সংবেদনমূলক) জ্ঞান বিশেষ দ্রব্য সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, তবে এটি দ্রব্যের বাস্তব সারসত্তা বা মুখ্য গুণের সাথে নামীয় সারসত্তা বা গৌণ গুণের প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক কেমন সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতার কারণে এক ধরনের সীমাবদ্ধ জ্ঞান (E IV.iii.12)। সুতরাং, বিভিন্ন ধরণের দ্রব্যের মধ্যকার সহাবস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা দ্রব্যের নামীয় সারসত্তা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের সমতুল্য। তাই লক মনে করেন যে, সহাবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান

পেতে যে কোনো দ্রব্যে গৌণ গুণাবলির কাকতালীয় উপস্থিতির বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, সোনার গৌণ গুণাবলির সহাবস্থান সম্পর্কে আমাদের সতর্ক পর্যবেক্ষণ আমাদের সোনার নামীয় সারসত্তা - যেমন, দেহত্ব, হলুদত্ব, নমনীয়তা, দ্রাব্যতা, ভারিত্ব ইত্যাদি ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান গঠনে সাহায্য করে। অর্থাৎ দেহত্ব, হলুদত্ব, নমনীয়তা, দ্রাব্যতা, ভারিত্ব ইত্যাদি ধারণার সহাবস্থান সোনা সম্পর্কে আমাদের সহাবস্থানের জ্ঞান গঠন করে।

**বাস্তব অস্তিত্ব:** বাস্তব অস্তিত্বের জ্ঞান লক সম্পর্কিত পরবর্তী জ্ঞানকাণ্ডে সবচেয়ে অখ্যাতিপূর্ণ ধরণের জ্ঞান বলে পরিচিতি লাভ করেছে (Newman 2007, 331)। এ জ্ঞান "কোনো ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রকৃত বাস্তব অস্তিত্ব" (E IV.i.7) এর সাথে জড়িত। এ জ্ঞান অস্তিত্ববাচক বচনের সাথে সম্পর্কিত। লক তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে বাস্তব অস্তিত্বের জ্ঞান ব্যাখ্যা করেছেন। এ তিনটি উদাহরণ উপরে বর্ণিত ত্রিবিধ মাত্রাভিত্তিক জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে। লকের মতে, আমরা আমাদের নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে সজ্ঞামূলক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণমূলক, এবং এর বাইরের যে-কোনো কিছু সম্পর্কে সংবেদনমূলক জ্ঞান লাভ করি (E IV.ix-xi)।

বাস্তব অস্তিত্বের জ্ঞান লকের জ্ঞানের স্বীকৃত সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিয়ে লক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একটি দল দাবি করেন যে, বাস্তব অস্তিত্বের জ্ঞান হলো একটি ধারণা এবং একটি প্রকৃত বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যকার মিল, দুটি ধারণার মিল নয়।[৫] এ দল বাস্তব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সংবেদনমূলক জ্ঞানকে সবচেয়ে বিতর্কিত বলে মনে করেন। এ দাবির বিপরীতে, নিউম্যানসহ আরেকদল লক বিশেষজ্ঞ যুক্তি দেন যে, বাস্তব অস্তিত্বের জ্ঞান হলো এমন মিলের প্রত্যক্ষণ যা প্রকৃত অস্তিত্বের ধারণাকে জড়িত করে, প্রকৃত অস্তিত্ব নিজেকে নয় (Newman 2007, 331)। এ প্রসঙ্গে লক বলেন,

> এক্ষেত্রে *মিল রয়েছে বলে প্রত্যক্ষ করা হয়*, এবং এর ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এমন দুটি ধারণা হলো *প্রকৃত সংবেদনের ধারণা* (এটি এমন একটি ধারণা যার সম্পর্কে আমার কাছে স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র ধারণা রয়েছে) এবং এমন কিছুর *প্রকৃত অস্তিত্বের ধারণা* যা আমি ব্যতিরেকে ঐ সংবেদন সৃষ্টি করে (Locke 1823, 360; তির্যকাক্ষর নিজের)।

এ উদ্ধৃতি থেকে লক বাস্তব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সংবেদনমূলক জ্ঞানকে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু নিউম্যান লকের এ ব্যাখ্যাকে বিশেষ অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্য দুই মাত্রার জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য বলে মনে করেন (Newman 2007, 332)। তাঁর এ দাবির পক্ষে প্রমাণ হিসাবে তিনি এডওয়ার্ড স্টিলিংফ্লিটকে[৬] ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে লক কী বলেছেন তা উল্লেখ করেন। লক বলেন,

> আমি সাহস করে আপনার সমীপে বলতে চাই যে, আমি প্রমাণ করেছি যে, একজন ঈশ্বর আছেন, এবং ধারণার মিল বা অমিলের প্রত্যক্ষণের মধ্যে নিশ্চয়তা রয়েছে, এবং এটি নিশ্চিত যে, একজন ঈশ্বর আছেন এ দুটি বচনের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি দেখি না (Locke 1823, 289)।

আমাদের সকল জ্ঞান উপরে উল্লিখিত চারটি শ্রেণির যে-কোনো একটির অন্তর্গত। কিন্তু লক মনে করেন যে, এ ধরনের জ্ঞানের কোনোটিই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা শুরু থেকেই অনিবার্যভাবে কারও মনে উপস্থিত থাকে না। বরং তারা হয় প্রকৃত বা অভ্যাসগত। যখন কেউ ধারণার মিল বা অমিল সম্পর্কে বর্তমানে সচেতন হয় তখনই জ্ঞান প্রকৃত হয়। তবে এটি যখন কারও স্মৃতিতে ধরে রাখা হয় তখন তা অভ্যাসগত হয় ।

### মানবজ্ঞানের পরিধি

জ্ঞান হিসাবে পরিগণিত হবার জন্য ধারণাবলির মধ্যকার মিল বা সংযোগ যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হবে। তাই লক নিশ্চয়তাকে জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য শর্ত বলে মনে করেন (E IV.vi.13)। কিন্তু যেহেতু জ্ঞান মানুষের প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করে এবং যেহেতু মানুষের উপলব্ধি সীমিত, তাই লক সম্ভাব্যতাকে – পরম নিশ্চয়তাকে নয় – জ্ঞানের সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন (E IV.xv.2)।[৭] এ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সম্পূর্ণ সন্দেহবাদী হওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। যদিও জ্ঞানের এ পদ্ধতিটি জ্ঞানের ভুল হওয়ার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে, তবুও কেউ ততক্ষণই কিছু জানার দাবি করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সন্দেহ করার কোনো উপযুক্ত কারণ না থাকে। জ্ঞান সম্পর্কিত লকের এ দৃষ্টিভঙ্গি কেনো তিনি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন "প্রমাণের উপায়" (E IV.ii.14) থেকে উদ্ভূত জ্ঞানের ত্রিবিধ মাত্রার আলোচনায় আগ্রহী সে বিষয়টিকে সমর্থন করে।

অতএব, জ্ঞানের লকীয় সংজ্ঞার্থ স্বীকার করে যে, পরিধির দিক দিয়ে মানুষের উপলব্ধি অত্যন্ত সীমিত (E IV.xv.2)। সত্য বলে জানতে পারে এমন বিষয়বস্তু সম্পর্কেও মানুষের উপলব্ধি সীমিত। উদাহরণস্বরূপ, ত্রিভুজ হতে হলে কী বাস্তব সারসত্তা থাকতে হবে এটি তা জানতে পারলেও সোনার বাস্তব সারসত্তা জানতে পারে না। আমরা যদি ধারণাবলির মধ্যে মিল বের করতে পারি, তবে আমরা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারি। গণিতের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব, কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সুতরাং, প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হলো সম্ভাব্য জ্ঞান।

### বচনের প্রকারভেদ

লকের জ্ঞানতত্ত্ব সকল জ্ঞানকে 'বিশ্লেষক' করে তোলে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য বচনের প্রকারভেদ সম্পর্কিত লকিয় আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। বচনের প্রকারভেদ আলোচনার পরে বৈশ্লেষিকতা (analyticity) বিষয়ক কান্টীয় বোঝাপড়ার ভিত্তিতে জ্ঞান সম্পর্কিত লকিয় দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে।

লকের মতে, বচন হলো "চিহ্নের সংযোগ বা বিয়োগ," যেখানে ধারণার ক্ষেত্রে চিহ্নসমূহ মানসিক এবং শব্দের ক্ষেত্রে শাব্দিক। তাই জ্ঞান গঠনকারী ধারণাবলির মধ্যে মিল বা অমিলের প্রত্যক্ষণও কার্যত বচন। অতএব, সত্যতা হলো কেবল বচনের বিষয় (E IV.v.2)। লকের *এসে* গ্রন্থে প্রাপ্ত দুটি ভিন্ন মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে চারটি ভিন্ন ধরণের বচন পাওয়া যায়।[৮] এ দুটি মানদণ্ড নিম্নরূপঃ

**মূল আদর্শের (archetypes) সাথে সাদৃশ্যের আলোকে বচনঃ** সত্যকে *কাল্পনিক* এবং *বাস্তব* এ দুই ভাগে ভাগ করে এমন বচনের মধ্যে নিহিত ধারণার সাথে এ মানদণ্ড সম্পর্কিত। এ মানদণ্ড অনুযায়ী, কোনো সত্য কাল্পনিক না বাস্তব তা নির্ভর করে ধারণাবলি মূল আদর্শের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিনা তার উপর। উদাহরণস্বরূপ, "সকল সেন্টরই প্রাণী" বচনটি কাল্পনিক। কারণ এখানে 'সেন্টর' দ্বারা বোঝানো ধারণাটি এমন একটি ধারণা যা "বিষয়াবলির বাস্তবতার সাথে মিলে না" (E IV.v.8)। কিন্তু সত্য বাস্তব হয় যদি "এভাবে শব্দ দ্বারা চিহ্নিত এ ধারণাবলি তাদের মূল আদর্শের সাথে মিলে" (E IV.v.9)।

**ধারণা-ধারণের (idea-containment) আলোকে বচনঃ** আরেকটি মানদণ্ড ধারণাবলির মধ্যে বিদ্যমান মিল বা সংযোগের সাথে সম্পর্কিত। এ মানদণ্ড অনুসারে, কোনো বচনের সত্যতা নির্ভর করে এটি নতুন জ্ঞান প্রদান করে কিনা তার উপর। কারণ বচন শব্দের মামুলি খেলও হতে পারে। এ মানদণ্ড, সত্যকে *তুচ্ছ* (trifling) এবং *শিক্ষামূলক* (instructive) এ দুই ভাগে ভাগ করে। যদি কোনো বচনে একটি ধারণা অন্যটিতে থাকে (যেমনটি সব সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন বচনে দেখা যায়), তবে এটি তুচ্ছ বচন (E IV.viii.2)। যেমন, "সকল আত্মা হলো আত্মা।" আবার, যদি "জটিল ধারণার একটি অংশকে সমগ্রের বিধেয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়," তবে এটি তুচ্ছ (E IV.viii.4)। যেমন, "সোনা হলো

দ্রাব্য" এ ধরনের বচনসমূহ তুচ্ছ। কারণ এগুলো শব্দের নিছক খেল মাত্র, যেখানে সোনার জটিল ধারণার একটি অংশকে – অর্থাৎ দ্রাব্যতাকে – তার বিধেয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে, শিক্ষামূলক বচন হলো সেই বচন যেখানে একটি ধারণা "অন্যটি সম্পর্কে কিছু অনুমোদন করে," যেখানে অনুমোদনকারী ধারণাটি অনুমোদিত ধারণার মধ্যে নিহিত থাকে না, বরং অনুমোদনকারী ধারণাটি "একটি সুনির্দিষ্ট জটিল ধারণার [বা অনুমোদিত ধারণার] অনিবার্য ফলাফল" (E IV.viii.8)। এ সত্য শিক্ষামূলক। কারণ এখানে ধারণাবলি "তাদের মূল আদর্শের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ যতক্ষণ পর্যন্ত কেবলমাত্র সত্য হলো বাস্তব" (E IV.v.9), এবং "*মানুষ* শব্দটি কী বুঝায় তার চেয়ে বেশি কিছু আমরা এ জাতীয় বচনের দ্বারা শিখি। তাই এতে থাকা জ্ঞান *শাব্দিকতার* থেকেও বেশি কিছু" (E IV.v.6; তীর্যকাক্ষর মূল লেখার)।

সত্য বচন মূল্যায়নকারী এ দুই মানদণ্ডকে একত্র করলে আমরা সত্যকে চার ভাগে বিভক্ত করে এমন একটি শ্রেণিকরণ পাই। চার প্রকারের সত্য সম্পর্কিত আলোচনা আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে লকের জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী সকল জ্ঞানকে বিশ্লেষক হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা। এ চার প্রকারের বচন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

**তুচ্ছ এবং কাল্পনিক বচন:** "সকল সেন্টর হলো সেন্টর" একইসাথে একটি তুচ্ছ এবং কাল্পনিক বচনের উদাহরণ। এটি কাল্পনিক, কারণ "সেন্টর" দ্বারা নির্দেশিত ধারণাটি এমন একটি ধারণা যা "বিষয়াবলির বাস্তবতার (reality of things) সাথে মিলে না" (E IV.v.8)। এটি তুচ্ছ, কারণ সেন্টরের ধারণাটি সেন্টরের একই ধারণার মধ্যে নিহিত (E IV.viii.2)।

**তুচ্ছ এবং বাস্তব বচন:** "সোনা নমনীয়" বচনটি তুচ্ছ এবং বাস্তব উভয় বচনের উদাহরণ। এটি তুচ্ছ, কারণ সোনার জটিল ধারণার মধ্যে নমনীয়তার সরল ধারণা রয়েছে। এটি বাস্তব, কারণ এক্ষেত্রে বাস্তব ধারণাবলির মধ্যকার মিল প্রত্যক্ষ করা যায়। অর্থাৎ "এখানে আমাদের সরল ধারণা এবং বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে, যা বাস্তব জ্ঞানের জন্য যথেষ্ট" (E IV.iv.4)। "সোনা নমনীয়" এ বচনের সত্যতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। কারণ ধারণাবলি নির্ভর করে এমন বাস্তব সারসত্তা বা মূল আদর্শ ছাড়া স্বর্ণের জটিল ধারণা এবং নমনীয়তার সরল ধারণার মধ্যে কোনো সংযোগ স্থাপন করা যায় না। উল্লেখ্য, লকের মতে (দ্রব্য ব্যতীত) আমাদের সকল জটিল ধারণার মূল আদর্শ মনের তৈরি। তাই বাস্তব জ্ঞান হওয়ার জন্য এ ধারণা এবং প্রকৃত অস্তিত্বের মধ্যে কোনো সাদৃশ্যের দরকার নেই (E IV.iv.5)।

**শিক্ষামূলক এবং কাল্পনিক বচন:** "সকল সেন্টরই প্রাণী" এ বচন শিক্ষামূলক এবং কাল্পনিক উভয় বচনের উদাহরণ হতে পারে বলে মনে হয়। এটি কাল্পনিক, কারণ 'সেন্টর' দ্বারা বোঝানো ধারণাটি এমন একটি ধারণা যা "বিষয়াবলির বাস্তবতার সাথে মিলে না" (E IV.v.8)। এ বচনটিকে শিক্ষামূলক হতে হলে সেন্টরের ধারণার মধ্যে প্রাণীর ধারণা থাকতে পারবে না এবং প্রাণীর ধারণা সেন্টরের ধারণার অনিবার্য ফলাফল হবে। লক সেন্টরকে সংজ্ঞায়িত করেছেন নিম্নোক্তভাবে: "মানবাকৃতির দেহের সাথে যুক্ত ঘোড়ার মাথাবিশিষ্ট একটি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী" (E II.xxx.5)। এ সংজ্ঞার্থ থেকে মনে হয়, শিক্ষামূলক হওয়ার শর্তটি "সকল সেন্টরই প্রাণী" এ বচন দ্বারা পূরণ হয়েছে। কিন্তু সেন্টর এবং প্রাণী দ্বারা চিহ্নিত ধারণাবলির মধ্যকার মিলের সম্পর্ক নিয়ে সমস্যাটি এখনো রয়ে গেছে। সেন্টর এবং প্রাণীর মধ্যে কোনো সংযোগ আছে কিনা এমন প্রশ্ন আমরা তুলতে পারি। কিন্তু সেন্টরের ধারণাটি যদি কাল্পনিক হয় এবং এতে যদি প্রাণীর ধারণা না থাকে, তাহলে আমাদের প্রশ্নের কোনো উত্তর থাকে না। এ কারণেই লক উত্তর দেন, রেইলির ভাষায়, "বাস্তব অস্তিত্ব ছাড়া, কোনো সংযোগ থাকতে পারে না, এবং যদি তাই হয়, তবে কাল্পনিক সত্যকে ধারণ করে এমন শিক্ষামূলক সত্য অসম্ভব" (Reilly 1988, 41)। যেহেতু সেন্টর এবং প্রাণীর ধারণার অনুরূপ কোনো কিছু বাস্তবে অস্তিত্বশীল নয়, তাই এটি স্পষ্ট

যে সত্যের – তাই বচনের – এমন কোনো ধরন থাকতে পারে না, যা একই সাথে শিক্ষণীয় এবং কাল্পনিক উভয়ই।

**শিক্ষামূলক এবং বাস্তব বচন:** "এ কলমটি নীল" বচনটি একই সাথে শিক্ষামূলক এবং বাস্তব বচনের উদাহরণ হতে পারে বলে মনে হয়। কলমের ধারণায় নীলের ধারণা নেই বলে এটি তুচ্ছ নয়। কারণ এখানে নীলত্বের ধারণা কলমত্বের ধারণায় নিহিত নয়। অধিকন্তু, নীলত্ব কলমত্বের জটিল ধারণার কোনো অংশ নয় বলে এখানে সমগ্রের কোনো অংশকে বিধেয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। তাই "এ কলমটি নীল" কোনো তুচ্ছ বচন নয়। বরং এটি শিক্ষামূলক। কারণ এখানে নীলত্বের ধারণা কলমত্বের ধারণার একটি বিশেষ অবস্থাকে ইঙ্গিত করে, এবং নীলত্বের ধারণা কলমত্বের ধারণার মধ্যে নিহিত নয়। এখানে কলম শব্দটি কী বুঝায় তার চেয়ে বেশি কিছু আমরা "এ কলমটি নীল" বচনের মাধ্যমে শিখতে পারি। তাই এতে থাকা জ্ঞান নিছক *শাব্দিকতার* থেকেও বেশি কিছু (E IV.v.6)। কিন্তু নীলত্বের ধারণা কি কলমত্বের জটিল ধারণার অনিবার্য ফলাফল? "এ কলম" বলে যে কলমকে নির্দেশ করা হচ্ছে সেটি যদি নীল হয়, অর্থাৎ নীল কলমের যদি বাস্তব অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে একথা বলা যায় যে, কলম এবং নীলের ধারণাদ্বয়ের মধ্যে মিল আছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কলমের ধারণা নীলত্বের ধারণাকে অনিবার্যভাবেই নির্দেশ করে। এভাবে চিন্তা করলেও বলা যায় যে, "এ কলমটি নীল" বচনটি একটি শিক্ষামূলক বচন। আবার, এ বচনটি কাল্পনিক নয়, কারণ কলম এবং নীলের ধারণাবলি বিদ্যমান বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব, "এ কলমটি নীল" একটি বাস্তব বচন।

অতএব, দেখা যায় যে, তুচ্ছ বচন এক অর্থে নিছক শাব্দিক, এবং অন্য অর্থে, বাস্তবও হতে পারে। এটিও স্পষ্ট যে, কাল্পনিক বচন তুচ্ছ হতে পারে; যদি এটি তা না হয়, তবে এটি মিথ্যা। রেইলি যেমনটি উল্লেখ করেছেন, "কাল্পনিক ধারণা সম্বলিত সকল সত্যই তুচ্ছ হবে; এবং সমস্ত শিক্ষামূলক সত্যে বাস্তব ধারণা নিহিত থাকা আবশ্যক। তবুও এমন তুচ্ছ সত্যও রয়েছে, যা তাদের মধ্যে নিহিত ধারণার কারণে বাস্তব বলে বিবেচিত হতে পারে" (Reilly 1988, 54)।

**কান্টীয় বৈশ্লেষিকতা-সংশ্লেষিকতার ধারণা এবং লকের জ্ঞানতত্ত্ব**

অনেকের মতে, লকের তুচ্ছ এবং শিক্ষামূলক বচনের পার্থক্য পরবর্তীকালে কান্টের বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক বচনের মধ্যকার পার্থক্যকরণের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে।[৯] কান্ট তাঁর *ক্রিটিক অব পিউর রিজন* এবং *প্রলেগোমেনা টু এনি ফিউচার মেটাফিজিক্স* গ্রন্থদ্বয়ে বিশ্লেষক-সংশ্লেষক পার্থক্যের অবতারণা করেন। তিনি তিনটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এ পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করেন: ধারণা-ধারণ বনাম ধারণা-ন-ধারণ (idea-containment vs. idea-non-containment), ভিন্নতা বনাম অভিন্নতা (identity vs. non-identity), এবং ব্যাখ্যা বনাম পরিবর্ধন (explication vs. amplification) (Kant 1998, 141-42; 2002, 16)।[১০] ধারণা-ধারণ বনাম ধারণা-ন-ধারণ মানদণ্ড অনুযায়ী, বিশ্লেষক অবধারণ হলো এমন অবধারণ যেখানে বিধেয়ের ধারণাটি উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে নিহিত বা ধারণ করা থাকে। কিন্তু সংশ্লেষক অবধারণের ক্ষেত্রে বিধেয়ের ধারণাটি উদ্দেশ্যের ধারণাকে ধারণ করে না। আবার, ভিন্নতা বনাম অভিন্নতা মানদণ্ড অনুযায়ী, যখন বিধেয়ের ধারণা উদ্দেশ্যের ধারণার সাথে আংশিক বা পুরোপুরি অভিন্ন হয়, তখন অবধারণ বিশ্লেষক হয়। আর ভিন্ন হলে, সংশ্লেষক অবধারণ গঠিত হয়। ব্যাখ্যা বনাম পরিবর্ধন মানদণ্ড অনুযায়ী, বিশ্লেষক অবধারণ আমাদের ধারণাবলির বিষয়বস্তুকে কেবলমাত্র স্পষ্ট করে এবং সংশ্লেষক অবধারণ আমাদের বিদ্যমান জ্ঞানকে বর্ধন বা প্রসারিত করে।

এখন, কান্টীয় এ বোঝাপড়ার আলোকে চার ধরনের লকিয় বচনের সবকটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে। তুচ্ছ-শিক্ষামূলক বচনাবলির (কাল্পনিক এবং বাস্তব) পার্থক্যকে বিবেচনা করা যাক। তুচ্ছ বচন "আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটায় না" (E IV. viii.1)। কারণ এ বচনে একটি ধারণা অন্যটিতে থাকে

(E IV.viii.2) বা "জটিল ধারণার একটি অংশকে সমগ্রের বিধেয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়" (E IV.viii.4)। প্রথমার্থে, "সকল সেন্টর হয় সেন্টর," এবং দ্বিতীয়ার্থে, "সোনা হয় নমনীয়" তুচ্ছ বচন। অন্যদিকে, শিক্ষামূলক বচন হলো সেই বচন যেখানে একটি ধারণা "অন্যটি সম্পর্কে কিছু অনুমোদন করে," যেখানে অনুমোদনকারী ধারণাটি অনুমোদিত ধারণার মধ্যে নিহিত থাকে না, বরং অনুমোদনকারী ধারণাটি "একটি সুনির্দিষ্ট জটিল ধারণার [অর্থাৎ অনুমোদিত ধারণার] অনিবার্য ফলাফল" (E IV.viii.8)।

কান্টের ধারণা-ধারণ বনাম ধারণা-ন-ধারন মানদণ্ডভিত্তিক বিশ্লেষক-সংশ্লেষক পার্থক্য এবং লকের তুচ্ছ-শিক্ষামূলক পার্থক্যকে এবার একত্রিত করে দেখা যাক। এদিক থেকে, লকের তুচ্ছ বচন এবং শিক্ষামূলক বচনকে যথাক্রমে কান্টের বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক অবধারণের সমতুল্য বলে চান্স মনে করেন। কারণ যেখানে তুচ্ছ বচন এবং বিশ্লেষক অবধারণে বিধেয়ের ধারণাটি উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে নিহিত থাকে, সেখানে শিক্ষামূলক বচন এবং সংশ্লেষক অবধারণে বিধেয়ের ধারণাটি উদ্দেশ্যের ধারণায় নিহিত থাকে না (Chance 2015, 56)।

আবার, কান্টের ভিন্নতা বনাম অভিন্নতা মানদণ্ডভিত্তিক বিশ্লেষক-সংশ্লেষক পার্থক্য এবং লকের তুচ্ছ-শিক্ষামূলক পার্থক্যকে একত্রিত করে দেখা যাক। চান্সের মতে, কান্টের বিশ্লেষক অবধারণের মতোই লকের তুচ্ছ বচনে বিধেয়ের ধারণা উদ্দেশ্যের ধারণার সাথে পুরোপুরি (যেমন, "কাক হয় কাক") বা আংশিক (যেমন, "সোনা হয় নমনীয়") অভিন্ন হয়। অন্যদিকে, কান্টের সংশ্লেষক অবধারণ এবং লকের শিক্ষামূলক বচনের ক্ষেত্রে বিধেয় এবং উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে কোনো অভিন্নতা থাকে না (Chance 2015, 56-57)।

কান্টের ব্যাখ্যা বনাম পরিবর্ধন মানদণ্ডভিত্তিক বিশ্লেষক-সংশ্লেষক পার্থক্য এবং লকের তুচ্ছ-শিক্ষামূলক পার্থক্যকে এবার একত্র করে দেখলে অন্য দুই মানদণ্ডভিত্তিক ফলাফল থেকে একটু ভিন্ন ফলাফল আসে বলে চান্স মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, এ মানদণ্ডের প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কান্টের সংশ্লেষক অবধারণ এবং লকের শিক্ষামূলক বচন সমতুল্য হিসাবে বজায় থাকলেও, লকের তুচ্ছ বচনকে কান্টের বিশ্লেষক অবধারণের মতো করে আর গণ্য করা যায় না। সংশ্লেষক অবধারণ আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে। কারণ এটি "[উদ্দেশ্যের] ধারণার সাথে এমন একটি বিধেয়ের ধারণা যোগ করে, যা এটিতে মোটেও চিন্তা করা হয়নি, এবং [উদ্দেশ্যের] ধারণার থেকে কোনো বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটিকে বের করা যেত না" (Kant 1998, 141)। একইভাবে, উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত নয় এমন বিধেয়কে এটির উপর আরোপ করে শিক্ষামূলক বচন আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে। অনুরূপভাবে, লকের তুচ্ছ বচনকে যদি এমন বচন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেখানে বিধেয়ের ধারণা উদ্দেশ্যের ধারণা হিসাবে ব্যবহৃত জটিল ধারণার একটি অংশকে ধারণ করে, তাহলে এটি কান্টিয় বিশ্লেষক অবধারণের সমতুল্য হয়। কারণ আলোচ্য অর্থে, তুচ্ছ বচন উদ্দেশ্যের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে আমাদের ধারণাবলির বিষয়বস্তুকে কেবল স্পষ্ট করে। কিন্তু যদি তুচ্ছ বচনকে এমন বচন হিসাবে দেখা হয় যেখানে একটি ধারণা অন্যটিতে থাকে (যেমনটি সব সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন বচনে দেখা যায়), অর্থাৎ যদি তুচ্ছ বচনকে এমন বচন হিসাবে বিবেচনা করা হয় যেখানে উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের ধারণা অভিন্ন হয়, তবে কান্টের ব্যাখ্যা বনাম পরিবর্ধন মানদণ্ডভিত্তিক আলোচনার প্রেক্ষাপট থেকে তুচ্ছ বচনকে সংশ্লেষক বচনের সাথে সমতুল্য করে দেখানো সম্ভব। চান্স যেমনটি বলেন, "অন্তত একটি জায়গায় কান্ট অস্বীকার করেছেন যে, সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন বচনাবলি বিশ্লেষক এ কারণে যে, তারা তাদের ধারণাবলি ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করে না" (Chance 2015, 57)।

উপরে বর্ণিত কান্টীয় বোঝাপড়ার আলোকে লকীয় তুচ্ছ-শিক্ষামূলক বচনের আলোচনা হতে এটি পরিষ্কার যে, একটু ব্যতিক্রম ছাড়া চার ধরণের লকীয় বচনের সবকটির মধ্যে কেবল তুচ্ছ বচনাবলি

(কাল্পনিক এবং বাস্তব) বিশ্লেষক। কারণ এ বচনে উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে বিধেয় পদের ধারণাটি নিহিত (যেমন, "ত্রিভুজ তিনবাহু বিশিষ্ট"), বা তারা অভিন্ন (যেমন, "সকল সেন্টরই সেন্টর" এ কাল্পনিক বচন), বা উদ্দেশ্যের জটিল ধারণাকে বিধেয়ের ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় (যেমন, "সোনা হয় নমনীয়" এ বাস্তব বচন)। অতএব, কাল্পনিক এবং বাস্তব তুচ্ছ বচন "আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটায় না" (E IV. viii.1)। সোজাকথা, তুচ্ছ বচন বিশ্লেষক অবধারণের মতোই আমাদেরকে কোনো নতুন তথ্য দেয় না।

এখনো দুটি বিভাগ বিবেচনার করার বাকি আছে: কাল্পনিক এবং বাস্তব শিক্ষামূলক বচন। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, শিক্ষামূলক এবং কাল্পনিক বচন অসম্ভব। অতএব, সত্যিকারার্থে, কেবল শিক্ষামূলক এবং বাস্তব বচনই আমাদের বিবেচনা করার বাকি রয়েছে। আমি, নিউম্যানের বিপরীতে, মনে করি যে, এ ধরনের বচন সংশ্লেষক।[১১] উদাহরণ হিসাবে "এ কলমটি নীল" বচনটি বিবেচনা করি। এখানে, "নীল" বিধেয় পদের ধারণা "এ কলম" উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। এ দুটি ধারণা পরস্পর হতে পুরোপুরি ভিন্ন। আবার, "নীল" বিধেয় আলোচ্য কলম সম্পর্কে আমাদের বিদ্যমান জ্ঞানকে বর্ধন বা প্রসারিত করে। অর্থাৎ নীলের বিধেয় ধারণা আমাদেরকে এ কলমের উদ্দেশ্য ধারণা সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে।

উল্লিখিত জ্ঞানের তিনটি মাত্রা এবং চারটি ধরনের মধ্যে প্রমাণমূলক জ্ঞানের কথা বিবেচনা করা যাক। যেমনটি বলা হয়েছে, শিক্ষামূলক বচন হলো সেই বচন, যেখানে একটি ধারণা "অন্যটি সম্পর্কে কিছু অনুমোদন করে," যেখানে অনুমোদনকারী ধারণাটি অনুমোদিত ধারণার মধ্যে নিহিত থাকে না, বরং অনুমোদনকারী ধারণাটি "একটি সুনির্দিষ্ট জটিল ধারণার [অর্থাৎ অনুমোদিত ধারণার] অনিবার্য ফলাফল" (E IV.viii.8)। এখানে, অনুমোদনকারী ধারণাটি "একটি সুনির্দিষ্ট জটিল ধারণার [অর্থাৎ অনুমোদিত ধারণার] অনিবার্য ফলাফল" এ কথাটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কীভাবে বিধেয়ের ধারণা উদ্দেশ্যের জটিল ধারণার অনিবার্য ফলাফল হয়? সোজাকথায়, প্রমাণের সাহায্যে। ধারনাবলির মধ্যকার মিল বা অমিল খুব একটা স্পষ্ট না হলে প্রমাণ বা মধ্যবর্তী ধারণার মাধ্যমে এদের মধ্যকার মিল বা অমিল আমাদের কাছে প্রত্যক্ষিত হতে পারে। অন্যকথায়, একটি ধারণা অন্য আরেকটি ধারণার মধ্যে নিহিত না হয়ে অনিবার্য ফলাফল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণের সাহায্যেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। এদিক থেকে চিন্তা করলে, কান্টের ধারণা-ধারণ বনাম ধারণা-ন-ধারণ মানদণ্ডভিত্তিক বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণের যে ব্যাখ্যা শিক্ষামূলক বচন তার সমতুল্য বলতে হয়। কিন্তু কান্টের ব্যাখ্যা বনাম পরিবর্ধন মানদণ্ড অনুযায়ী, বিশ্লেষক অবধারণ আমাদের ধারণাবলির বিষয়বস্তুকে কেবল স্পষ্ট করে এবং সংশ্লেষক অবধারণ আমাদের বিদ্যমান জ্ঞানকে বর্ধন বা প্রসারিত করে। এ বিবেচনায়, দুটি ধারণার মধ্যকার মিল বা অমিল তুলে ধরে প্রমাণ এদের সম্পর্ককে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে বলে অনেকে শিক্ষামূলক বচনকে বিশ্লেষক অবধারণের সমতুল্য মনে করে থাকতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলে, এটিকে সংশ্লেষক অবধারণও মনে হতে পারে। কারণ এখানে দুটি ধারণার মধ্যকার মিল বা অমিলের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে প্রমাণ আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে। লকের বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক,

> তাহলে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে দুই ধরনের বচনের সত্যতা জানতে পারি। একটি হলো সেই তুচ্ছ বচনাবলি যারা নিশ্চয়তা প্রদান করে, তবে এটি কেবল শাব্দিক নিশ্চয়তা, শিক্ষামূলক নয়। এবং, দ্বিতীয়ত, এমন বচনের ব্যাপারে আমরা সত্য জানতে পারি, এবং তাই নিশ্চিত হতে পারি যা এমন কিছুকে অনুমোদন করে, যা তার সুনির্দিষ্ট জটিল ধারণার একটি অনিবার্য ফলাফল হলেও এতে নিহিত নেই: সকল ত্রিভুজের বাহ্যিক কোণ অভ্যন্তরীণ বিপরীত কোণের যে-কোনোটির চেয়ে বৃহত্তর। যে-কোনো অভ্যন্তরীণ বিপরীত কোণের সাথে বাহ্যিক কোণের সম্পর্ক ত্রিভুজ নামক পদনির্দেশিত জটিল ধারণার মধ্যে নিহিত নেই, এটি বাস্তব সত্য, এবং এটি শিক্ষামূলক বাস্তব জ্ঞানকে বোঝায় (E

IV.viii.8)।

উপরের উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত জ্যামিতি হতে লকের বিখ্যাত উদাহরণটির কথা বিবেচনা করা যাক। নিশ্চিতভাবে এ বচনে উদ্দেশ্যের ধারণা "সকল ত্রিভুজের বাহ্যিক কোণ" এটির বিধেয়ের ধারণা "অভ্যন্তরীণ বিপরীত কোণ" থেকে ভিন্ন বলে কান্টের ভিন্নতা বনাম অভিন্নতা মানদণ্ড অনুযায়ী এটি সংশ্লেষক। কাজেই, যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কান্ট বিশ্লেষক-সংশ্লেষক পার্থক্যের অবতারণা করেন, তার মধ্যে দুটি সুনিশ্চিতভাবেই দেখায় যে, শিক্ষামূলক এবং বাস্তব বচন সংশ্লেষক। এক্ষেত্রে অন্যটি – ব্যাখ্যা বনাম পরিবর্ধন মানদণ্ড – দ্ব্যর্থক ফলাফল উৎপন্ন করে।

বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে সংবেদনমূলক জ্ঞান নিশ্চিতভাবেই সংশ্লেষক। কারণ তারা শিক্ষামূলক এবং বাস্তব। এমনকি নিউম্যানের মতো করে যদি আমরা বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে লকীয় জ্ঞানকে "মিলের প্রত্যক্ষণ যা প্রকৃত অস্তিত্বের *ধারণাকে* জড়িত করে, প্রকৃত স্ব-অস্তিত্বকে নয়" (Newman 2007, 331; তীর্যকাক্ষর মূল লেখার) হিসাবে বুঝি, তবুও এ যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে, এখানে জড়িত জ্ঞান সংশ্লেষক। এটি সংশ্লেষক, কারণ "এ কলম" এবং এ কলমটি নীল হওয়ার ধারণাবলির মধ্যে কোনো স্থায়ী মিল নেই, যেহেতু এটি পর্যবেক্ষকের প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, যখন আমার কলম এবং নীল সম্পর্কিত ধারণাবলি বাস্তব অস্তিত্বের সাথে মিলে যায়, এবং যখন এ ধারণাবলি বোঝার ক্ষেত্রে এমন দুটি শব্দ সংযুক্ত হয়, তখন এ কলমের নীলত্ব সম্পর্কে আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এভাবে চিন্তা করলে, বিশ্লেষক-সংশ্লেষক পার্থক্যকরণের কান্টের ভিন্নতা বনাম অভিন্নতা মানদণ্ড অনুযায়ী, বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে সংবেদনমূলক জ্ঞান সংশ্লেষক। আমাদেরকে একই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়, যদি কান্টের ধারণা-ধারণ বনাম ধারণা-ন-ধারণ মানদণ্ডের ভিত্তিতেও আমরা চিন্তা করি। কারণ নীল বিধেয়ের ধারণা কলমের ধারণার মধ্যে নিহিত নয়। অন্যদিকে, কলমের রং সম্পর্কে নতুন তথ্য দিয়ে বিধেয়ের ধারণা উদ্দেশ্যের ধারণা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করে। তাই ব্যাখ্যা বনাম পরিবর্ধন মানদণ্ড অনুযায়ী, বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে সংবেদনমূলক জ্ঞান সংশ্লেষক অবধারণের সমতুল্য।[১২]

এভাবে, যদি আমরা ধারণা-ধারণের আলোকে বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক বচনকে আলাদা করি তবে এমন একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব, যা অনুসারে লকের জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে এমন একটি শ্রেণি রয়েছে, যে অনুযায়ী জ্ঞান বিশ্লেষক নয়, বরং সংশ্লেষক। এ পর্যন্ত করা আলোচনা হতে একথা পরিষ্কার যে, লকের তুচ্ছ ও শিক্ষামূলক বচনের মধ্যে শিক্ষামূলক বচন স্পষ্টতই সংশ্লেষক। অন্যদিকে, একটু ব্যতিক্রম ছাড়া চার ধরণের লকীয় বচনের সবকটির মধ্যে কেবল তুচ্ছ বচনাবলি (কাল্পনিক এবং বাস্তব) বিশ্লেষক। কিন্তু এ আলোচনা এটি নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে যে, লকের জ্ঞানতত্ত্বে কান্টের সংশ্লেষক অবধারণের সমতুল্য কমপক্ষে একটি বচন শ্রেণি রয়েছে। আবার, লকের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণমূলক এবং সংবেদনমূলক জ্ঞানও সংশ্লেষক বলে উপরে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া ভাল। বর্তমান প্রবন্ধে এমন কোনো দাবি করা হয়নি যা থেকে একথা বলা যেতে পারে যে, চান্সের মতো এতে লককে এমন দার্শনিক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাঁর তুচ্ছ এবং শিক্ষামূলক বচনের পার্থক্য-কাঠামো পরবর্তীতে কান্টের বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক অবধারণের মধ্যকার পার্থক্যকরণের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে।[১৩] কিংবা এ কথাও বলা যাবে না যে, এ প্রবন্ধে এমন কোনো যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, যার থেকে প্রবন্ধকারকে অ্যালিসন এবং নিউম্যানের সপক্ষের চিন্তক বলে মনে হবে, যারা দাবি করেন যে, লকের তুচ্ছ এবং শিক্ষামূলক বচনের পার্থক্য কান্টকে বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক অবধারণের মধ্যকার পার্থক্যকরণের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দেয়নি।[১৪] এতে বরং লক-কান্ট কেন্দ্রিক এ বিতর্ক হতে অনুপ্রাণিত হয়ে লকের তুচ্ছ এবং শিক্ষামূলক বচনের পার্থক্যের সাথে কান্টের বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক অবধারণের মধ্যকার একটি তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ তুলনা উপস্থাপন করতে গিয়ে এমন কিছু যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, যা

নিউম্যানের কিছু বক্তব্যের প্রতিকূলে যায়। তাই এ বিষয়ে আরও কিছু কথা বলে নিউম্যানের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধের অবস্থান স্পষ্ট করা যেতে পারে।

**নিউম্যান বনাম চান্স বিতর্ক এবং শিক্ষামূলক বচনের সংশ্লেষিকতা**

নিউম্যানের মতে, লক *ধারণ* প্রত্যয়কে দুই অর্থে ব্যবহার করেন: ধারণাগত ধারণ (ideational containment) এবং জ্ঞানগত ধারণ (epistemic containment)। তিনি মতপ্রকাশ করেন যে, লকের তুচ্ছ বচনের ধারণাবলি ধারণাগত এবং জ্ঞানগত ধারণ উভয়ভাবেই এবং শিক্ষামূলক বচনের ধারণাবলি শুধু ধারণাগত ধারণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর মতে, বৈশ্লেষিকতার জন্য ধারণাগত ধারণের উপস্থিতিই পর্যাপ্ত শর্ত। তাই লকের তুচ্ছ এবং শিক্ষামূলক উভয় বচনই বিশ্লেষক (Newman 2007, 334-38)। নিউম্যানের দাবিটি সরাসরি পূর্বের অনুচ্ছেদে করা এ প্রবন্ধের দাবিকে নাকচ করে দেয় বলে এটির যথার্থতা নিয়ে সবিচার আলোচনা জরুরি হয়ে পড়ে।

একটি ধারণা আরেকটি ধারণার মধ্যে ধারণাগতভাবে ধারণ করা থাকে, যদি পূর্বের ধারণাটি পরের ধারণার অংশ হয়। যদি *ক* ও *খ* সরল ধারণা এবং কখ জটিল ধারণা হয়, তবে *ক* ও *খ* উভয়ই *কখ* এর মধ্যে ধারণাগতভাবে ধারণ করা থাকে। এক্ষেত্রে, "*কখ* হলো *ক*" এবং "*কখ* হলো *খ*" বিশ্লেষক বচন। "সকল চেরি হয় লাল" এ তুচ্ছ বচনে লালত্বের সরল ধারণা চেরিত্বের জটিল ধারণার অংশ বলে এখানে লালত্বের ধারণা চেরিত্বের ধারণার মধ্যে ধারণাগতভাবে ধারণকৃত।[১৫]

অন্যদিকে, একটি ধারণা আরেকটি ধারণার মধ্যে জ্ঞানগতভাবে ধারণ করার অর্থ হচ্ছে, পূর্বের ধারণাটি পরের ধারণার মধ্যে ধারণাগতভাবে ধারণকৃত এবং এ ধারণ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই জানা হয়ে গেছে। যদি *ক*, *খ* ও *গ* সরল ধারণা এবং *কখগ* জটিল ধারণা হয়, এবং আমি *ক* ও *খ* ধারণাদ্বয় *কখগ* জটিল ধারণার মধ্যে ধারণকৃত বলে জানি, তবে *ক* ও *খ* ধারণাগত এবং জ্ঞানগত উভয়ভাবেই *কখগ* এর মধ্যে ধারণকৃত হলেও, *গ* *কখগ* এর মধ্যে শুধু ধারণাগতভাবে ধারণকৃত। পূর্বের চেরির উদাহরণের সাথে মিলিয়ে এখানে বললে, আমরা চেরিকে লাল বলে লক্ষ করলেও লাল রঙের বিভিন্ন রকমের ছায়া হয়ত আমরা লক্ষ করিনি। তাহলে, "সকল চেরি হয় লাল" এ তুচ্ছ বচনে লালত্বের ধারণা চেরিত্বের ধারণার মধ্যে ধারণাগত এবং জ্ঞানগত উভয়ভাবে ধারণকৃত হলেও, লাল রঙের নানান ছায়ার ধারণা শুধু ধারণাগতভাবে ধারণকৃত। কাজেই লকের তুচ্ছ বচনের ধারণাবলি ধারণাগত এবং জ্ঞানগত ধারণ উভয়ভাবেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যেহেতু ধারণাগত ধারণের উপস্থিতিই কোনো বচন বিশ্লেষক হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত শর্ত, সেহেতু লকের তুচ্ছ বচন বিশ্লেষক বলে নিউম্যান মনে করেন (Newman 2007, 336-37)।

"সকল ত্রিভুজের বাহ্যিক কোণ অভ্যন্তরীণ বিপরীত কোণের যে-কোনোটির চেয়ে বৃহত্তর" এ বচনটির কথা বিবেচনা করা যাক। এ বচনে "সকল ত্রিভুজের বাহ্যিক কোণ" ধারণার মধ্যে "অভ্যন্তরীণ বিপরীত কোণ" এর ধারণা ধারণাগত ধারণ করা থাকলেও, জ্যামিতির শুরুর দিকের একজন শিক্ষার্থী ধারণের এ সম্পর্ক লক্ষ্য করতে পারে না। তাই এটি তখন তার কাছে শিক্ষামূলক বচন। কিন্তু ধারণাগত ধারণের উপস্থিতিই কোনো বচন বিশ্লেষক হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত শর্ত। তাই শিক্ষামূলক বচনও বিশ্লেষক বলে নিউম্যান মতামত দেন (Newman 2007, 334-38)।

নিউম্যানের এ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পূর্বের আলোচনাকে খারিজ করে দিচ্ছে বলে মনে হলেও চান্স এখানে ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি নিউম্যানের অবস্থানের বিপরীতে, নিজের যুক্তি দাঁড় করিয়ে বলেন যে, নিউম্যানের অবস্থান "সঠিক হতে পারে না" (Chance 2015, 62)। তাঁর মতে, যদিও লক স্বীকার করেন যে, ধারণাবলিতে লুকানো বা অচেনা বা অলক্ষিত বিষয়বস্তু থাকতে পারে, এর থেকে এটি প্রমাণিত হয় না যে, তিনি তুচ্ছ এবং শিক্ষামূলক বচনাবলির মধ্যকার পার্থক্যকরণের

জন্য এ বিষয়বস্তুকে প্রাসঙ্গিক মনে করেন। অন্যকথায়, লকের জ্ঞানগত ভাষার ব্যবহার নিউম্যানের দাবিকে প্রমাণ করে না। চান্স এক্ষেত্রে দুটি যুক্তি তুলে ধরেন (Chance 2015, 62)।

প্রথমত, ধারণাবলির মিল বা অমিলের আংশিক প্রত্যক্ষণ সংক্রান্ত লকের উদাহরণসমূহ সংবেদনজ (sensory) ধারণাবলির সাথে সম্পর্কিত। এগুলো অন্তর্দর্শনের ধারণা নয়, যা জ্ঞাত বচনাবলির আলোচনার জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ (Chance 2015, 62)।

দ্বিতীয়ত, লকের স্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি হতে এটি স্পষ্ট যে, প্রত্যংশের[১৬] (mode) ধারণাবলিতে লুকানো বিষয়বস্তু থাকতে পারে না। কারণ এ ধারণাবলি মন দ্বারা ঐচ্ছিকভাবে সৃষ্ট। অতএব, লুকানো বিষয়বস্তু সংক্রান্ত এ ধারণাটি লকের শিক্ষামূলক জ্ঞানের চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না (Chance 2015, 62-63)।

চান্সের মতে, যদিও লক জ্ঞানগত ভাষা ব্যবহার করে তুচ্ছ বচনাবলিকে চিহ্নিত করেন, তবে এটি অনিবার্যভাবে নির্দেশ করে না যে, তিনি ধারণের একটি অনন্য জ্ঞানগত ধারণা ব্যবহার করেন। বরং তিনি বচনাবলির মধ্যে এমনভাবে পার্থক্য করেন, যার থেকে বলা যায় যে যা জ্ঞানকে প্রসারিত করে না তা তুচ্ছ বচন, এবং যা করে, তা শিক্ষামূলক বচন (Chance 2015, 62-63)।

লকের ভাষার সাথে নিউম্যানের ব্যাখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে চান্স মনে করেন। কিন্তু তিনি একই সাথে এটিও মনে করেন যে, যেহেতু তুচ্ছ-শিক্ষামূলক পার্থক্যটি অন্তর্নিহিতভাবে জ্ঞানগত, শুধু লকের এ ভাষাই নিউম্যানের ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে উপস্থাপন করে না। অধিকন্তু, লক তাঁর শিক্ষামূলক বচন ব্যাখ্যায় জ্ঞানগত ভাষা এড়িয়ে যান। পরিবর্তে, তিনি বলেন যে, শিক্ষামূলক বচন হলো সেই বচন যেখানে একটি ধারণা "অন্যটি সম্পর্কে কিছু অনুমোদন করে," যেখানে অনুমোদনকারী ধারণাটি অনুমোদিত ধারণার মধ্যে নিহিত থাকে না, বরং অনুমোদনকারী ধারণাটি "একটি সুনির্দিষ্ট জটিল ধারণার [বা অনুমোদিত ধারণার] অনিবার্য ফলাফল" (E IV.viii.8)। যদি জ্ঞানগত ধারণই শিক্ষামূলক বচনের মূল বৈশিষ্ট্য হতো, তাহলে লক এ বচনকে সংজ্ঞায়িত করতেন এমনভাবে যে, একটি ধারণা অন্যটি সম্পর্কে কিছু অনুমোদন করে তখনই যখন একটি ধারণা অন্য ধারণাকে ধারণ করে বলে *জানা* যায় (Chance 2015, 63)। এটি ইঙ্গিত করে যে, সার্বিকভাবে ধারণের (containment in general) অনুপস্থিতি (যাকে নিউম্যান ধারণাগত ধারণ বলেন) শিক্ষামূলক বচনকে আলাদা করলেও নিছক জ্ঞানগত ধারণ করে না (Chance 2015, 63)।

নিউম্যানের বিপক্ষে চান্সের যুক্তিকে বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক করতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষামূলক এবং বাস্তব বচন সংশ্লেষক। কারণ নিউম্যান এ বচনকে বিশ্লেষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শক্ত কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারেননি। নিউম্যানের মতে, কোনো বচন কারও জন্য শিক্ষামূলক বচন তখনই হবে, যখন এ বচনে তার নিকট শুধু ধারণাগত ধারণ উপস্থিত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যখন তিনি এ বচনের জ্ঞানগত ধারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন, তখন তার কাছে তা তুচ্ছ বচনে পরিণত হবে। আর শিক্ষামূলক বচন হিসাবে পরিগণিত হবে না। কিন্তু, যেমনটি চান্স দেখিয়েছেন, শিক্ষামূলক বচনকে এভাবে ভাবলে তা লকের প্রতি সুবিচার করা হয় না। কারণ, সংক্ষেপে বলতে গেলে, লকের জ্ঞানগত ভাষার ব্যবহার নিউম্যানের দাবিকে প্রমাণ করে না। এ প্রসঙ্গে চান্স বলেন, "লকের জ্ঞানগত ভাষার ব্যবহার নিউম্যানের মতবাদের পক্ষে প্রমাণ নয়, এবং শিক্ষামূলক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে লকের জ্ঞানগত ভাষা ব্যবহার এড়িয়ে যাওয়া নিউম্যানের বিপক্ষে যায়" (Chance 2015, 63)। অতএব, আমরা লকের শিক্ষামূলক বচনকে কান্টের সংশ্লেষক বচনের তুল্য মনে করতে পারি।

## উপসংহার

ওপরের আলোচনা থেকে এটি বলা যায় যে, লকের জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানকে চার প্রকার ও তিন মাত্রায় ভাগ করা হয়েছে। এটি চার ধরনের বচনও ব্যাখ্যা করে। এ আলোচনার উপর ভিত্তি করে, পরবর্তীকালে প্রবন্ধের মূলবিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহের আলোচনা হতে প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু হিসাবে এটি স্পষ্ট যে, লক এমন একজন দার্শনিক যিনি মনে করেন, জ্ঞান বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক উভয়ই হতে পারে। তুচ্ছ বচনের ক্ষেত্রে এটি প্রধানত বিশ্লেষক হয়। কিন্তু এটি সংশ্লেষক হয় যখন বচনাবলি শুধুমাত্র একই সাথে শিক্ষামূলক এবং বাস্তব হয়। এ ব্যাখ্যাটি লকিয় প্রমাণমূলক এবং সংবেদমূলক জ্ঞানকে সংশ্লেষক করে তোলে।

এখন, প্রশ্ন ওঠে; সংশ্লেষক বচনের মাধ্যমে প্রকাশিত প্রমাণমূলক এবং সংবেদনমূলক জ্ঞান কি লক প্রদত্ত জ্ঞানের স্বীকৃত সংজ্ঞার্থের সাথে সাংঘর্ষিক? আমরা যদি মানবজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে লকীয় আলোচনার কথা স্মরণ করি, তবে এ সংঘর্ষের ক্ষতিকর ফলাফলের সম্ভাবনা কিছুটা হলেও কমে। যেহেতু আমাদের জ্ঞান সীমিত, তাই আমরা মোটামুটি নিশ্চয়তার জন্য চেষ্টা করতে পারি, "অভ্রান্ত নিশ্চয়তা" নয়।[১৭] এটি সম্ভাব্য সংবেদনমূলক জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে। কিন্তু সম্ভাব্যতার ধারণা অবতারণা করলেও তা এ উত্তেজনাকে একেবারে হয়ত দূর করে না। বরং লক নিজে এ উত্তেজনা সম্পর্কে সচেতন কি-না যা তাকে সম্ভাব্যতার বিষয়টি অবতারণা করতে অনুপ্রাণিত করে তা নিয়ে আরও সন্দেহ দানা বাঁধে। এ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পরিধির আওতাভুক্ত নয়। তাই কান্টীয় বিশ্লেষক-সংশ্লেষক অবধারণের ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপস্থাপিত লকীয় প্রমাণমূলক এবং সংবেদমূলক জ্ঞান লক প্রদত্ত জ্ঞানের স্বীকৃত সংজ্ঞার্থের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা এ প্রশ্নটি পরবর্তী আলোচনার দাবী রাখে।

## উল্লেখপঞ্জি

Aaron, Richard I. (1971). *John Locke*. Oxford: Oxford University Press.

Allison, Henry E. (2008). *Custom and Reason in Hume: A Kantian Reading of the First Book of the Treatise*. Oxford: Oxford University Press.

Anderson, R. Lanier. (2005). "The Wolffian Paradigm and Its Discontents: Kant's Containment Definition of Analyticity in Historical Context." *Archiv für Geschichte der Philosophie* 87 (1): 22-74.

Ayers, Michael R. (1991). *Locke: Epistemology and Ontology*. Vol. 1. London: Routledge.

Chance, Brian A. (2015). "Locke, Kant, and Synthetic A Priori Cognition." *Kant Yearbook* 7 (1): 47-71.

Curley, E. M. "Locke, Boyle, and the Distinction between Primary and Secondary Qualities." *Philosophical Review* 81 (4): 438-64.

Hanna, Robert. (2001). *Kant and the Foundations of Analytic Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

Jolley, Nicholas. (1999). *Locke: His Philosophical Thought*. Oxford: Oxford University Press.

Kant, Immanuel. (1998). *Critique of Pure Reason*. Translated and edited by Paul Guyer and Allen W. Wood. Cambridge: Cambridge University Press.

Kant, Immanuel. (2004). *Prolegomena to Any Future Metaphysics with Selections from the Critique of Pure Reason*. Translated and edited by Gary Hatfield. Cambridge:

Cambridge University Pres.

Locke, John. (1823). *The Works of John Locke*. Vol. 4. London: Thomas Tegg.

Locke, John. (1997). *An Essay Concerning Human Understanding*. London: Penguin Books.

Loeb, Louis E. (1981). *From Descartes to Hume*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Lowe, E. J. (2013). *The Routledge Guidebook to Locke's Essay Concerning Human Understanding*. London: Routledge.

Mattern, Ruth M. (1978). "Locke: Our Knowledge, Which All Consists in Propositions." *Canadian Journal of Philosophy* 8 (4): 677-95.

Milton, J. R. (1999). "Locke's Life and Times." In *The Cambridge Companion to Locke*, edited by Vere Chappell, 5-25. Cambridge: Cambridge University Press.

Newman, Lex. (2007). "Locke on Knowledge." In *The Cambridge Companion to Locke's "Essay Concerning Human Understanding,"* edited by Lex Newman, 313-51. Cambridge: Cambridge University Press.

Proops, Ian. (2005). "Kant's Conception of Analytic Judgment." *Philosophy and Phenomenological Research* 70 (3): 588-611.

Reilly, Richard. (1988). "An Interpretation of John Locke's Classification of Truth." *Auslegung* 15 (1): 37-55.

Rickless, Samuel C. (2008). "Is Locke's Theory of Knowledge Inconsistent?" *Philosophy and Phenomenological Research* 77 (1): 83-104.

Van Cleve, James. (1999). *Problems from Kant*. New York: Oxford University Press.

Woolhouse, Roger. (1999). "Locke's Theory of Knowledge." In *The Cambridge Companion to Locke*, edited by Vere Chappell, 146-71. Cambridge: Cambridge University Press.

Woozley, A. D. (1964). "Introduction." In *An Essay Concerning Human Understanding*, by John Locke, edited by A. D. Woozley. London: Collins.

Yolton, John W. (1970). *Locke and the Compass to Human Understanding: A Selective Commentary on the 'Essay.'* Cambridge: Cambridge University Press.

## টীকা

[1] এ গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১৬৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় (Lowe 2013, 4; Milton 1999, 17), যদিও গ্রন্থে মুদ্রণসাল হিসাবে ১৬৯০ সালের কথা উল্লেখ রয়েছে। পুরো প্রবন্ধ জুড়ে লকের এ গ্রন্থকে সংক্ষেপে *এসে* নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে উৎস উল্লেখ করার সময় নিম্নোক্ত বিন্যাসপ্রণালী ব্যবহার করা হয়েছেঃ ইংরেজি *Essay* শব্দের প্রথম অক্ষর (E) উল্লেখ করার পর এক ঘর (space) ফাঁকা রেখে গ্রন্থের অংশ নম্বর, ঐ অংশের অধ্যায় নম্বর, এবং ঐ অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ নম্বরকে ডট চিহ্ন (.) দ্বারা পৃথক করে পরপর উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে, পুরো উদ্ধৃতি-উৎসকে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে।

[২] লকের জ্ঞানের এ স্বীকৃত সংজ্ঞা থেকে এটি পরিষ্কার যে, তিনি "মিল এবং অমিল" এবং "সংযোজন (joining) এবং বিয়োজন (separating)" কে এক করে দেখেছেন।

[৩] লক বিশেষজ্ঞরা "ধারণাবলির মধ্যকার গঠন" (the between-ideas formulation) নিয়ে বিভক্ত। একদল মনে

করেন যে, এ গঠন অস্তিত্ববাচক জ্ঞান সম্পর্কিত লকের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Newman (2007, 313-51)।

[৪] ট্যাবুলা রাসা বা পরিষ্কার স্লেট (clean slate) অভিব্যক্তিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লকের বলে উল্লেখ করা হয়। এতে লককে ভুল ব্যাখ্যা করা হয় এমন কোনো ঘটনা না ঘটলেও তিনি নিজে কিন্তু এটি ব্যবহার করেননি। একই ধারণা প্রকাশ করতে তিনি বরং "সাদা কাগজ" এ অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করেছেন (E II.i.2)।

[৫] তুলনীয়, Aaron 1971, 240; Ayers 1991, 159; Jolley 1999, 187; Loeb 1981, 58; Woolhouse 1999, 154; Woozley 1964, 48; and Yolton 1970, 109f।

[৬] স্টিলিংফ্লিট (১৬৩৫-১৬৯৯) হলেন লকের সমসাময়িক একজন খ্রিষ্টীয় ধর্মবেত্তা ও পণ্ডিত।

[৭] ১৭ নম্বর ফুটনোটও দেখুন।

[৮] এ শ্রেণিবিভাগের আলোচনায় রিচার্ড রেইলিকে অনুসরণ করা হয়েছে। দেখুন, Reilly (1988)।

[৯] যেমন, Chance (2015)। অনেকে আবার এ দাবির বিরোধিতাও করেন। যেমন, Newman (2007) এবং Allison (2008)। কান্ট নিজে কিন্তু স্বীকার করেন যে, বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক বচনের মধ্যকার পার্থক্যকরণে তিনি লক থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন (Kant 2004, 22)।

[১০] এর বাইরে বিরুদ্ধতার নীতির (principle of contradiction) ভিত্তিতেও কান্ট বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের পার্থক্য করেন বলে অনেকে মতপ্রকাশ করেন। যেমন, Van Cleve (1999) এবং Hanna (2001)। কিন্তু অনেকে আবার যুক্তি দেন যে, কান্ট এ চতুর্থ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। যেমন, Anderson (2005) এবং Proops (2005)। প্রবন্ধের মূল আলোচনার ক্ষেত্রে চতুর্থ মানদণ্ডভিত্তিক এ মতভিন্নতার কোনো প্রভাব নেই। তবুও বিতর্ক এড়াতে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের মধ্যকার পার্থক্যের আলোচনায় এ মানদণ্ডের উপর আর কোনো শব্দ ব্যবহার করা হবে না।

[১১] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরবর্তী অনুচ্ছেদ দেখুন।

[১২] বর্তমান প্রবন্ধের আকার বড় হয়ে পাঠকের বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে উঠতে পারে বিধায় লকের সজ্ঞামূলক জ্ঞান বিশ্লেষক নাকি সংশ্লেষক এ আলোচনা থেকে আমি নিজেকে বিরত রেখেছি। অধিকন্তু, প্রমাণমূলক এবং সংবেদনমূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সজ্ঞামূলক জ্ঞানের ভূমিকার কারণে কান্টীয় বিশ্লেষক-সংশ্লেষক পার্থক্যের ভিত্তিতে এটির আলোচনা সম্ভবত একটি পৃথক প্রবন্ধ দাবি করে। অন্যদিকে, প্রবন্ধের মূল লক্ষ হলো, লকের জ্ঞানতত্ত্বে উপস্থাপিত বর্ণনা অনুসারে, তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে এমন দিক রয়েছে যা বিশ্লেষক হতে পারে না তা দেখানো। প্রমাণমূলক এবং সংবেদনমূলক জ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে সহজেই এ উদ্দেশ্যসাধিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান। অতএব, প্রবন্ধে কান্টীয় বিশ্লেষক-সংশ্লেষক পার্থক্যের ভিত্তিতে লকীয় সজ্ঞামূলক জ্ঞানের আলোচনা পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক না হলেও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

[১৩] দেখুন, Chance (2015)।

[১৪] দেখুন, Allison (2008) এবং Newman (2007)।

[১৫] দেখুন, Newman (2007, 335-36)।

[১৬] লকের দর্শনে, প্রত্যংশ হলো ধারণার একটি উপশ্রেণি, যা অন্তর্দর্শনের ধারণার অন্তর্গত। প্রত্যংশ এমন ধারণা, যা আমরা বিভিন্ন গুণ, বৈশিষ্ট্য বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণ করি। এগুলো সংবেদনের ধারণাবলির মতো বাহ্যিক বস্তুর অনুলিপি নয়। বরং এটি মন দ্বারা তৈরি। কারণ এটি তার নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ এবং বিভিন্ন ধারণার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে প্রতিফলিত (reflect) করে। প্রত্যংশের উদাহরণের মধ্যে রয়েছে স্থান, সময়, সংখ্যা, অভিন্নতা, কার্যকারণ এবং বিভিন্ন বিমূর্ত ধারণা।

[১৭] "অভ্রান্তভাবে নিশ্চিত" (infallibly certain) এর উল্লেখ লকের *এসে*র কমপক্ষে পাঁচ জায়গায় উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, দেখুন, E I.ii.11, E II.xxi.38, E IV.iv.5. E IV.vii.4, E IV.viii.3। এটি থেকে এ অনুমান করা যায় যে, লক সম্ভবত *ভ্রান্তভাবে নিশ্চিত* জ্ঞান বলতে সম্ভাব্য জ্ঞানের কথা বুঝিয়েছেন।